بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

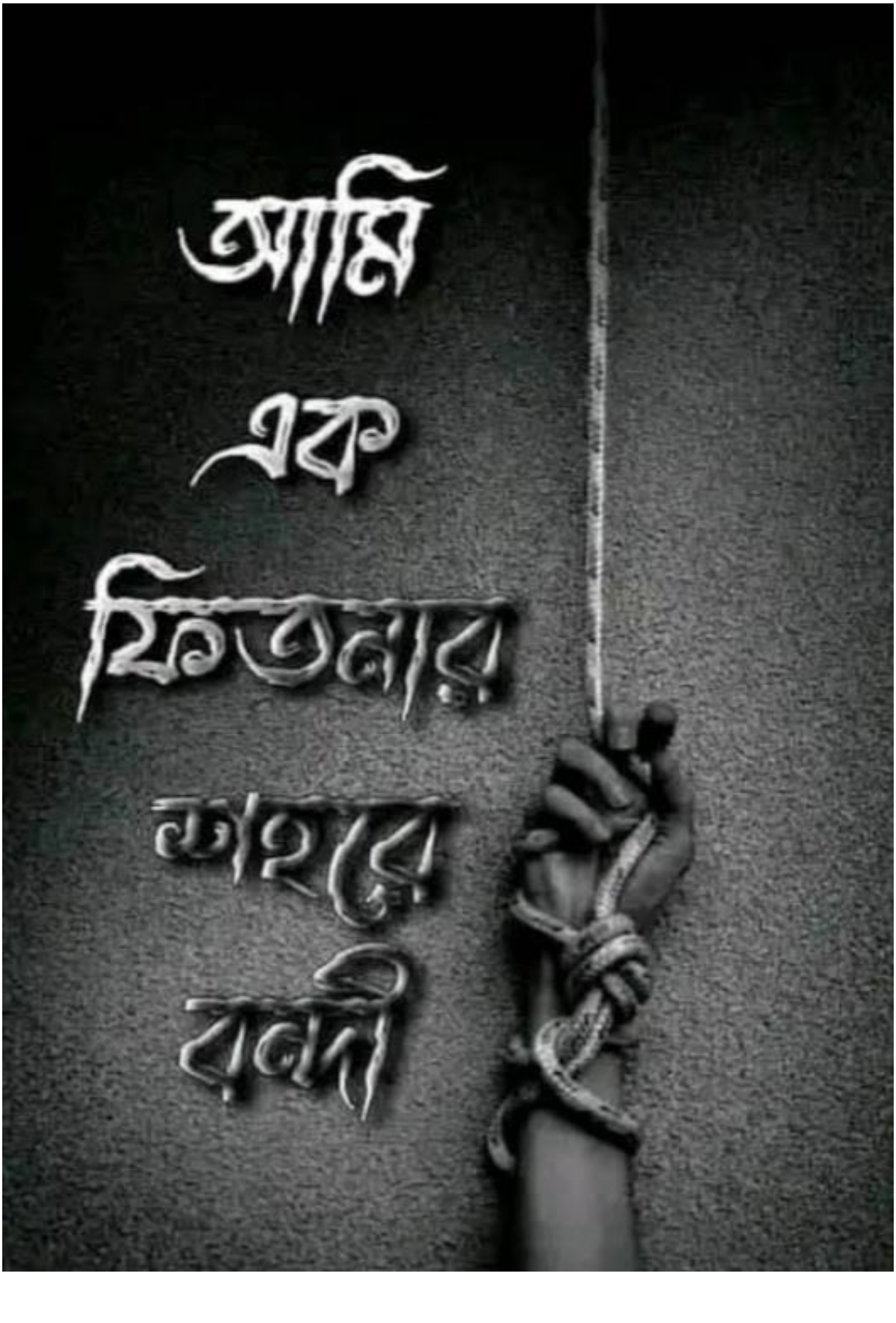
কুরআন হাদিসের আলোকে দুনিয়াতে ফিতনা ফ্যাসাদ ও বালা মুসিবত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণসমূহ

Submitted To,
Ustaz Abdul Wahid.
Subject:RAM 302.
Islamic Online Madrasa.

Submitted By
Mst.Hamida
Batch:202
Roll:20202446

সূচীপত্র: পৃষ্ঠানং

অবশ্যই আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের ঘরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ফিতনা (পাপ ও বিশৃঙ্খলা) বৃষ্টির মতো পতিত হচ্ছে।' (সহিহ বুখারি: ৭০৬০)


আমি
এক
ফিতনার
শহরে
বন্দী

ভূমিকা:

পূর্বেও উহারা ফিত্না সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল এবং উহারা তোমার বহু কর্মে উলট-পালট করিয়াছিল যতক্ষণ না উহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য আসিল এবং আল্লাহ্‌র আদেশ বিজয়ী হইল।

لَـقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَـقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ

সূরা নম্বরঃ ৯, আয়াত নম্বরঃ ৪৮

এছাড়াও সুরা আলে ইমরানের ৭, সুরা নিসার ৯১, সুরা তাওবাহর ৪৭ ও ৪৯ এবং সুরা আহজাবের ১৪ নম্বর আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতে ফিতনার উল্লেখ রয়েছে। এসব আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, অবস্থাভেদে ফিতনার অর্থের মধ্যে ভিন্নতা আসে।

বুখারি শরিফের একটি হাদিসে এসেছে, তাবেয়ি আহনাফ ইবনে কায়েস (রহ.) মুয়াবিয়া (রা.) এবং আলীর (রা.) মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে আলীকে (রা.) সাহায্য করার জন্য রওনা দিয়েছিলেন। পথিমধ্যে তার সঙ্গে সাহাবি আবু বাকরাহর (রা.) সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। আবু বাকরাহ জানতে চাইলেন, তিনি কোথায় যাচ্ছেন। জবাবে আহনাফ বললেন, তিনি আলীর (রা.) সাহায্যে যুদ্ধের ময়দানে যাচ্ছেন। তখন আবু বাকরাহ তাকে ফিরে যেতে বললেন এবং রাসুলের (সা.) একটি হাদিস শোনালেন, দুইজন মুসলমান তরবারি নিয়ে পরস্পর মুখোমুখি হলে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামে যাবে। আরজ করা হলো, হে আলল্লাহর রাসুল, যে হত্যা করবে, সে তো জাহান্নামে যাবে। কিন্তু নিহত ব্যক্তি কেন যাবে? উত্তর দিলেন, সেও তার ভাইকে হত্যার জন্য লালায়িত ছিল। উল্লেখ্য, আলী এবং মুয়াবিয়ার (রা.) মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছিল। তাদের উভয়ের সমর্থনে যারা যুদ্ধ করছিল, তারা সাধারণ মুসলিম ছিল না, অসংখ্য সাহাবি এতে অংশগ্রহণ করেছিল। আর এ যুদ্ধে অংশ নিতে নিষেধ করলেন একজন সম্মানিত সাহাবি। এতে বোঝা যায়, মুসলমানদের দুই গ্রুপে সংঘাত বাধলে তাদের কোনো এক পক্ষের সমর্থনে যুদ্ধ না করে বরং মীমাংসা করার চেষ্টা করাই

রাসুলের (সা.) আদর্শ। কারণ মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের সংঘাত ফিতনার পর্যায়ে পড়ে, যা থেকে দূরে থাকাকে সৌভাগ্য বলা হয়েছে। হাদিসে এসেছে, সৌভাগ্যবান সে, যাকে ফিতনা থেকে রক্ষা করা হয়েছে। এ কথা রাসুল (সা.) তিনবার বলার পর বলেছেন, যাকে ফিতনায় ফেলে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং সে ধৈর্য ধারণ করেছে। এ বলে তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিলেন। এ থেকে বোঝা যায়, ফিতনায় পড়ে পরীক্ষিত হওয়ার চেয়ে ফিতনায় না জড়ানোই উত্তম। রাসুল (সা.) ফরজ নামাজের পর একটি দোয়া পড়তেন; যার শেষ অংশের অর্থ হলো, (হে আলল্লাহ), আপনি যখন আপনার বান্দাদের ফিতনায় ফেলার ইচ্ছা করবেন, তখন আমাকে ফিতনায় না ফেলে আপনার কাছে তুলে নেবেন।

ফিতনা ফাসাদ কি?

ফিতনা ও ফাসাদ উভয়টি আরবি শব্দ। ফিতনা (اَلْفِتْنَةُ) অর্থ অরাজকতা বিশৃঙ্খলা কলহ ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় ফিতনা ফাসাদ বলতে বিশৃঙ্খলা বিপর্যয় সৃষ্টি বুঝায়। অর্থাৎ সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ অবস্থার বিপরীত অরাজক পরিস্থিতিই ফিতনা ফাসাদ। মানবসমাজে ভয় ভীতি অত্যাচার অনাচার ইত্যাদির মাধ্যমে নানা বিপর্যয় সৃষ্টি করা যায়। এরূপ অস্তিতিশীল পরিস্থিতিই ফিতনা ফাসাদ।

সন্ত্রাস ছিনতাই রাহাজানি গুম খুন অপহরণ জঙ্গিবাদ ইত্যাদি ফিতনা ফাসাদের অন্তর্ভুক্ত। অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়ন কলহ ষড়যন্ত্র যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদি ও ফিতনা ফাসাদের অন্যরূপ।

ফিতনার প্রকারভেদ:

আল্লাহ যে সমস্ত ফিতনার মাধ্যমে বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন তা অনেক ধরণের। আর তা দু'টি প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ:

ক) খাহেশাত ও প্রবৃত্তির ফিতনা। যেমন সম্পদ ও নারীর ফিতনা।

খ) সংশয়-সন্দেহের ফিতনা। যেমন ঐ সমস্ত প্রবৃত্তি যার ফলে বিভিন্ন বিদআ'তের উৎপত্তি হয়েছে,

মুসলিমদের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তারা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়েছে।

ইসলামে ব্যাপক ফিতনা এবং বিশেষ ফিতনা সম্পর্কে অনেক আলোচনা এসেছে। যার উদ্দেশ্য হল সব ধরণের ফিতনা থেকে মানুষকে সতর্ক করা।

কয়েকটি ফিতনা যেমন: নারীর ফিতনা, সম্পদের ফিতনা, দুনিয়ার ফিতনা, জীবনের ফিতনা, মৃত্যুর ফিতনা

তাছাড়াও এমন কিছু ফিতনার কথাও আলোচনা হয়েছে যা শেষ যুগে প্রকাশ লাভ করবে।

যেমন: 'দুহাইমা' নামক ফিতনা, 'আহ্লাস' নামক ফিতনা, দাজ্জালের ফিতনা, সমস্ত মানুষ দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ফিতনা, শেষ

যুগে কুফরি ও শিরকের ব্যাপক ফিতনা, মুসলিমদের মাঝে পরষ্পারিক কোন্দল ও যুদ্ধের ফিতনা ইত্যাদি।

১) বিপদ-মুসীবতের মাধ্যমে পরীক্ষা করা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

“মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি, একথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে?” (সূরা আনকাবূত- ২)

২) শাস্তি। আল্লাহ্ বলেন:

لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا

“যারা নির্যাতিত হবার পর হিজরত করে...।” (সূরা নাহাল-১১০)

আল্লাহ্ আরও বলেন:

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ

“সেদিন যখন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে অগ্নিতে।” (সূরা যারিয়াত: ১৩)

৩) শিরক ও কুফরি। আল্লাহ বলেন:

حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

"যে পর্যন্ত ফিতনা বা শিরক দূরীভূত না হয়।" (সূরা বাক্বারা- ১৯৩)

৪) নেফাক (মুনাফেকি)। আল্লাহ বলেন:

وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ

"কিন্তু তোমরা (মুনাফেকির মাধ্যমে) নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছো।" (সূরা হাদীদ: ১৪)

৫) বিভ্রান্ত করা। আল্লাহ্ বলেন:

وَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ فِتْنَتَهُ

"আর আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করার ইচ্ছা করেন।" (সূরা মায়েদাহ: ৪১)

৬) হত্যা ও বন্দী। আল্লাহ্ বলেন:

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا

"যদি তোমরা ভয় কর যে, কাফেরগণ তোমাদেরকে হত্যা বা বন্দী করবে।" (সূরা নিসা: ১০১)

৭) মতানৈক্য। আল্লাহ্ বলেন:

وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ

"আর তারা তোমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে দৌড়াদৌড়ি করে ফিরত।" (সূরা তওবা- ৪৭)

৮) পাগলামি। আল্লাহ্ বলেন:

بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ

"তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত।" (সূরা কলম- ৬)

৯) আগুন দিয়ে জালিয়ে দেয়া। আল্লাহ্ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا

"নিশ্চয় যারা মু'মিন নর-নারীকে (আগুনে জ্বালিয়ে) বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তওবা করে নি।" (সূরা বুরূজ- ১০)

১০) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা: আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদেরকে বিভিন্ন ফিতনার মধ্যে নিমজ্জিত করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন। তিনি এরশাদ করেন:

وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

"আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা আম্বিয়া- ৩৫)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "চাটাইয়ের কাঠিগুলো যেমন একটি একটি করে সাজানো হয়, তেমনি অন্তরের মধ্যে একটি একটি একটি করে ফিতনা পতিত হয়। যে অন্তর তা গ্রহণ করবে তার মধ্যে একটি কাল দাগ পড়ে যাবে। আর যে অন্তর তাকে প্রত্যাখ্যান করবে তার মধ্যে একটি শুভ্র দাগ পড়বে। এভাবে

অন্তরগুলো দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি সাদা পাথরের মত শুভ্র। তাকে ফিতনাই কোন ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। আর একটি অন্তর ছাইয়ের মত কাল। যেমন কোন পানির পাত্রকে উপুড় করে রাখা হয় (সে পাত্র যেমন পানি ধরে রাখে না, তেমনি উক্ত অন্তর) কোন ভাল কাজ চেনে না কোন অন্যায়কে অন্যায় মনে করে না। শুধু সে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে।" (সহীহ মুসলিম) এধরণের ফিতনা কখনো জাতির জন্য শাস্তি স্বরূপ এসে থাকে, আবার কারো জন্য রহমত ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এসে থাকে।

ফিতনার কারণ সমূহ:

ফিতনার অনেক কারণ আছে। যেমন:

১) প্রবৃত্তির অনুসরণ ও অসৎ উদ্দেশ্য।

আল্লাহ্ বলেন:

يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعْ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

"হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি মানুষের মাঝে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে।" (সূরা ছোয়াদ- ২৬) সুতরাং প্রবৃত্তি মানুষকে অন্ধ ও বধির করে দেয়।

তার সামনে সত্যকে বাতিল হিসেবে উপস্থাপন করে আর বাতিলকে সত্যরূপে দেখিয়ে থাকে।

২) বাড়াবাড়ি।

দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি হল ফিতনায় পতিত হওয়ার অন্যতম একটি বড় কারণ। কেননা খারেজীগণ শুধু বাড়াবাড়ির কারণেই বিদআতে লিপ্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "তোমরা অতিরঞ্জন থেকে সাবধান! কেননা অতিরঞ্জন তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে। বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে তারা পরস্পরকে খুন করেছে এবং হারামকে হালাল করে নিয়েছে।" (ইবনে মাজাহ ও হাকিম)

এমনিভাবে বাড়াবাড়ির বিপরীতে দ্বীনের বিষয়ে শিথিলতা দেখাতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে মুর্জিয়া মতবাদের ফিতনা।

৩) অস্পষ্ট বিষয়ের অনুসরণ এবং সুস্পষ্ট বিষয় পরিত্যাগ।

আল্লাহ বলেন:

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا

"অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, ফলত: তারাই ফিতনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে অস্পষ্টের অনুসরণ করে। অথচ আল্লাহ

ব্যতীত তার অর্থ কেউই অবগত নয়; আর যারা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত, তারা বলে: আমরা তাতে বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সমাগত।“ (সূরা আল ইমরান: ৭)

৪) অজ্ঞতা।

শরীয়ত তথা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা নিয়ে এসেছেন সে সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:) বলেন: ‘বিভিন্ন স্থান এবং বিভিন্ন যুগে রিসালাতের বাণী বিভিন্ন কারণে গোপন ও অস্পষ্ট থেকে। যে কারণে মানুষ রিসালাত থেকে অজ্ঞ থেকে যায়। কখনো আসল শব্দ (মূল কথা) সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়, কখনো শব্দটি জানলেও তার প্রকৃত অর্থ বুঝে না। আর তখনই তারা নবুওতের আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। আর এ কারণেই মানুষ লিপ্ত হয়েছে শিরকে, বিভক্ত করে নিয়েছে দ্বীনকে বিভিন্ন দল ও উপদলে। তাই কথা ও কাজের মাধ্যমে সংঘটিত ফিতনা সমূহ অজ্ঞতারই অন্তর্ভুক্ত। আর তার কারণ হল নবুওতের আলো গোপন থাকা, রেসালাতের হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হওয়া।’

ফিতনার ক্ষেত্রসমূহ:

নারীস্বাধীনতা:

ইসলামী শরীয়ার বিধিনিষেধ বাদ দিয়ে ছেলে মেয়ে, নারী পুরুষ একসাথে একই শিক্ষাঙ্গনে,ক্লাসরুমে পড়াশোনা করা অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।যা বর্তমান সময়ের নারী ঘটিত সবচেয়ে বড় ফিতনা!

উসামাহ ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক মারফু হিসেবে বর্ণিত, "আমি আমার পর পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে বেশি ক্ষতিকারক অন্য কোনো ফিতনা রেখে যাই নি।" **সহীহ - মুত্তাফাকুন 'আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।**

ব্যাখ্যা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দেন যে, নারীরা ফিতনার বড় কারণ। এর কারণ, যখন তারা ঘর থেকে বের হয় এবং পুরুষদের সাথে মিশে এবং নির্জনতার সুযোগ

হয়, তখন এতে তারা উত্তেজিত হয় এবং সত্য থেকে বিমুখ হয়। আর ক্ষতি এখানে দীন ও দুনিয়া উভয় জগতেরই হয়ে থাকে।

একইভাবে কর্মক্ষেত্রেও নারী পুরুষ উভয়ের সহাবস্থান পরকীয়ার মতো জঘন্য ফিতনার উদ্রেককারী।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

{يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}

‘হে নবীপত্নিগণ, তোমরা অন্য কোন নারীর মত নও। যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে (পরপুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে

কথা বলো না, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে। আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক- জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে' (সূরা আল আহযাব : ৩২-৩৩)।

এছাড়া আরও অনেক কারণ বিদ্যমান,

পুঁজিবাদী

সুন্নাহ থেকে দুরে সরে যাওয়া

ভ্রাতৃত্ববোধ ভুলে যাওয়া

যাকাত আদায় না করা

অন্যের পছন্দকে গুরুত্ব না দেওয়া

প্রতিবেশীর হক নষ্ট করা

আদেশ নিষেধের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধিনিষেধ না মানা।

নেক কাজকে তুচ্ছ মনে করা

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ না করা

বন্ধুত্ব আল্লাহর জন্য না হওয়া

স্বার্থপরতা

পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ না করা

মাদরাসা ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হওয়ার অপপ্রচার

ফতোয়ার ক্ষেত্রে জ্ঞানের অগ্রাধীকার না দেওয়া

মানুষের জরুরী প্রয়োজনকে মূল্যায়ন না করা

দ্বিমুখীতা

প্রবৃত্তির অনুসরণ

লৌকিকতা

দুনিয়ামূখীতা

সম্পদের মোহ

শোনা কথা প্রচার করা

জালিমের জুলুমে বাধা না দেওয়া

জ্ঞান অনুযায়ী আমল না করা

গূণগত নয় পরিমানে অগ্রাধীকার দেওয়া

বালামুসিবতসমূহ

তাপমাত্রা বৃদ্ধি

অতিবৃষ্টি

অনাবৃষ্টি

ঝড়/সবজ্রপাত

বণ্যা

ভূমিকম্পন

পাহাড়ধ্বস

নদী ভাঙ্গন

রোগব্যাধি

মুদ্রাস্ফীতি

যুদ্ববিগ্রহ

ফসলের ক্ষতি

ভূমির উর্বরতা হ্রাস

বালামুসিবতের কারণসমূহ:

মানুষের জীবনে বালা-মুসিবত কেন আসে

হযরত হুসাইন (রহ.) বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার কাছে যে বালা-মুসিবত আসে তা বান্দার জন্য ক্ষমার ওসীলা ও আখেরাতের আজাব থেকে বাচার কারণ।

হযরত সুহাইল তাসতুরী (রহ.) বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি বালা-মুসিবত না থাকত। তাহলে বান্দার জন্য আল্লাহ মুখী হওয়ার কোন রাস্তাই থাকত না।

আবু সাইদ খাররায (রহ.) বলেন, বালা-মুসিবত হল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রিয় বান্দার জন্য হাদিয়া এবং এটা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার অন্যতম মাধ্যম এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার গোপন সিকল। যা দ্বারা তিনি তাঁর নিকটে পৌঁছার জন্য নাড়া দিয়ে ইশারা করেন।

হযরত যুন্নুন (রহ.) বলেন, সর্বোত্তম ধৈর্যশীল ঐ ব্যক্তি যে তাঁর বালা মুসিবতের কষ্ট গোপন রাখতে পারে এবং কারো কাছে তা প্রকাশ করেনা।

হযরত রুওয়াইম (রহ.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে বালা-মুসিবত দ্বারা একটা ধাক্কা দেন। আর সে ধাক্কা খেয়ে হিম-সিম খেয়ে যায়। কিন্তু যদি সে ধৈর্য ধারণ করতে পারে আর আল্লাহর দরবারে টিকে থাকতে পারে। তাহলে আল্লাহর সাথে তাঁর মিলনের মহান নিয়ামত হাসিল হয়।

হযরত আবু ইয়াকুব নহরপুরী (রহ.) বলেন, মানুষ বালা-মুসিবত দূর করার জন্য দু'য়া করে এবং বালা-মুসিবত থেকে বাঁচার আশা করে। আর আলল্লাহর প্রিয় বান্দারা বালা-মুসিবতে এক ধরণের স্বাদ পেতে থাকেন, তা দূর হওয়ার আশাও কখনো করেন না।

হযরত জুনায়েদ (রহ.) বলেন, আরেফীন অর্থাৎ পীর-মুরীদী লাইনে মেহনত করে আল্লাহর প্রেমের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত ব্যক্তিদের

জন্য বালা-মুসিবত আলো স্বরূপ এবং প্রাথমিক পর্যায়ের মুরীদদের জন্য তা সর্তকবাণী, আর গাফেলদের জন্য তা ধ্বংসের বস্তু।

হযরত ইবনে আতা (রহ.) বলেন, কে নেক্কার ও কে বদকার তা বালা মুসিবত এবং সুখ শান্তির সময় বুঝা যায়। সুখ শান্তির সময় যে অহংকার ও মাতলামী করে, নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করা থেকে দুরে থাকে এবং বালা মুসিবতের সময় অধৈর্য হয়ে হায় হুতাশ শুরু করে সেই হলো মিথ্যুক ও বদকার।

হযরত আলি ইবনে বুন্দার (রহ.) বলেন, এই দুনিয়া হল বালা মুসিবত ও কষ্ট-ক্লেশের একটি ঘর স্বরূপ। সুতরাং বালা-মুসিবত ও কষ্ট ছাড়া এ দুনিয়ায় থাকা সম্ভব নয়।

রসুল (স) এর ভবিষ্যৎবাণী:

ইলম উঠে যাওয়া

ইলম উঠে যাওয়া কিয়ামতের অন্যতম আলামতগুলোর একটি। পাশাপাশি এটি উম্মতের মাঝে ছড়িয়ে পড়া ভয়াবহ একটি ফিতনা। মানুষ আলেমদের অবমূল্যায়ন করতে শুরু করবে। ফলে প্রকৃত ইলম আস্তে আস্তে উঠে যাবে। মানুষ বিভ্রান্ত হতে থাকবে। সবাই নিজেকে আল্লামা ভাবতে শুরু করবে। রাসুল (সা.) বলেছেন, অবশ্যই কিয়ামতের আগে এমন একটি সময় আসবে যখন সব জায়গায় মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে এবং ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে। (বুখারি, হাদিস : ৭০৬২)

মুসলমানদের মধ্যে লড়াই

বর্তমানে রাজনৈতিক কিংবা ব্যক্তিগত কারণে মুসলমানরাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। একে অপরকে দমানোর জন্য সব পদক্ষেপই গ্রহণ করে বসে। রাসুল (সা.) মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে এমন বিবাদে জড়ানো ফিতনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। আহনাফ ইবনে কায়স (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (সিফফিনের যুদ্ধে) এক ব্যক্তিকে (আলী রা.)-কে সাহায্য

করতে যাচ্ছিলাম। আবু বাকরাহ্ (রা.)-এর সঙ্গে আমার দেখা হলে তিনি বললেন, ‘তুমি কোথায় যাচ্ছ?’ আমি বললাম, ‘আমি এ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে যাচ্ছি।’ তিনি বললেন, ‘ফিরে যাও। কারণ আমি আল্লাহর রাসুল (সা.) কে বলতে শুনেছি যে দুজন মুসলমান তাদের তরবারি নিয়ে মুখোমুখি হলে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামে যাবে।’ আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসুল! এ হত্যাকারী (তো অপরাধী), কিন্তু নিহত ব্যক্তির কী অপরাধ? তিনি বললেন, (নিশ্চয়ই) সেও তার সাথিকে হত্যা করার জন্য উদগ্রীব ছিল।’ (বুখারি, হাদিস : ৩১)

হত্যাকাণ্ড বেড়ে যাওয়া

শুধু তাই নয়, রাসুল (সা.) বলেছেন, সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন, দুনিয়া ধ্বংস হবে না যে পর্যন্ত না মানুষের কাছে এমন এক যুগ আসে, যখন হত্যাকারী জানবে না যে কি দোষে সে অন্যকে হত্যা করেছে এবং নিহত লোকও জানবে না যে কি দোষে তাকে হত্যা করা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করা হলো, কিভাবে এমন অত্যচার হবে? তিনি জবাবে বললেন, সে যুগটা হবে হত্যার যুগ।

এরূপ যুগের হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামি হবে। (মুসলিম, হাদিস : ৭১৯৬)



প্রযুক্তির উৎকর্ষতা ও বড় বড় দালান

ফিতনার যুগে প্রযুক্তিগত দিক থেকে মানুষ অনেক দূর এগিয়ে যাবে। বড় বড় দালানকোঠা হবে, পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ পথ নির্মাণ করা হবে। যা বর্তমানে আমরা খুব স্বাভাবিক বিষয় হিসেবেই দেখছি। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, যখন মক্কা শরিফের টিলার উদর বিদীর্ণ করা হবে আর নির্মিত ভবনগুলো মক্কা শহরের পাহাড়গুলোর চেয়ে উঁচু হবে তখন

মনে কর ফিতনার সময় সন্নিকটে। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৭/৪৬১)

পূর্বেকার হাদিসের ব্যাখ্যাকাররা আলোচ্য হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখন তো মক্কা শরিফ পাথুরে ভূমি এবং পাহাড়ি এলাকা, তবে ভবিষ্যতে কোনো কালে আল্লাহ তাআলা এ শহরে নদী এবং খাল-বিল সৃষ্টি করবেন। কিন্তু আজকের সুরঙ্গ পথগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, কিভাবে মক্কা নগরীর টিলাগুলো বিদীর্ণ করা হয়েছে। আর উঁচু বিল্ডিং নির্মাণের দিক থেকে পৃথিবী এতটাই এগিয়েছে যে মানুষ এখন স্বপ্ন দেখছে আকাশের কোনো একটি গ্রহাণু থেকে ঝুলন্ত বিল্ডিং নির্মাণ করবে। নিউ ইয়র্কের ক্লাউডস আর্কিটেকচার নামের একটি সংস্থা এই বিল্ডিং তৈরির ধারণা দিয়েছে। এরই মধ্যে দুবাই এ ধরনের একটি বিল্ডিং তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম থেকে জানা যায়। এখান থেকে বোঝা যায়, আমরা হয়তো ফিতনার কম নিকটে আছি বা ফিতনার যুগেই আছি।

রাসুল (সা.)-এর যে সকল হাদিসে আগত ফিতনাসমূহের কথা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো মুসলমানদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত। হজরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ লুধিয়ানবী রহ. ‘হাদিসের দৃষ্টিতে বর্তমান যুগ’ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে

তিনি ফিতনার যুগ সম্পর্কিত প্রায় সব হাদিস একত্র করেছেন। তাতে তিনি এমন একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন, যাতে রাসুল (সা.) ফিতনার যুগের বাহাত্তরটি আলামত বলেছেন। হাদিসটি পড়ুন এবং আজকের অবস্থা মিলিয়ে দেখুন। দেখবেন, আজকের অবস্থার সঙ্গে হাদিসের বক্তব্যের কি চমৎকার মিল!

বর্তমান বিশ্বের প্রখ্যাত স্কলার জাস্টিস আল্লামা মুফতি তাকি উসমানি তাঁর একটি লেকচারে বিভিন্ন হাদিসের আলোকে ফিতনার বাহাত্তরটি নিদর্শন উল্লেখ করেন। নিম্নে সেগুলো তুলো ধরা হলো।

হজরত হুজায়ফা (রা.) বলেন, কিয়ামতের আগে বাহাত্তরটি বিষয় প্রকাশ পাবে :

১. লোকেরা নামাজে ডাকাতি করবে। অর্থাৎ নামাজের প্রতি মানুষের একদম গুরুত্ব থাকবে না। এ কথাটি আজকের যুগে এতটা আশ্চর্যের নয়। কারণ এ যুগে বেশির ভাগ মুসলমানের মাঝেই নামাজের গুরুত্ব নেই। রাসুল (সা.) যখন এ কথা বলেছিলেন তখন নামাজ ঈমান এবং কুফুরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বিষয় ছিল। সে যুগে একজন মুসলমান যত খারাপই ছিল না কেন, যত মারাত্মক বদকার ও ফাসেকই ছিল না কেন, তারা কিছুতেই নামাজ ছাড়ত না। সে যুগে রাসুল (সা.) এ কথাটি বলেছিলেন। তখন মানুষ

নামাজ ছাড়ার কল্পনাও করতে পারত না। ২. আমানতের খেয়ানত করবে। অর্থাৎ তাদের কাছে আমানতরূপে যা কিছু রাখা হবে তা তারা আত্মসাৎ করবে। ৩. সুদের লেনদেন করবে। ৪. মিথ্যা কথা বলাকে হালাল মনে করবে। অর্থাৎ মিথ্যা বলতে পারাকে একটি দক্ষতা ও যোগ্যতা মনে করা হবে। ৫. সামান্য বিষয়ে রক্তপাত করবে এবং অন্যের প্রাণ সংহার করবে। ৬. উঁচু উঁচু ভবন নির্মাণ করবে। ৭. দীন বিক্রি করে দুনিয়া উপার্জন করবে। ৮. আত্মীয়দের সঙ্গে বাজে আচরণ করবে। ৯. ইনসাফ উঠে যাবে। ১০. মিথ্যা সত্যতে পরিণত হবে। ১১. রেশমি পোশাক পরিধান করা হবে। ১২. জুলুম-অত্যাচার ব্যাপকরূপ লাভ করবে। ১৩. তালাকের আধিক্য হবে। ১৪. আকস্মিক মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে। ১৫. দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের সেলাক মনে করা হবে। ১৬. সেলাকদের দুর্নীতিপরায়ণ মনে করা হবে। ১৭. মিথ্যাকে সত্য মনে করা হবে। ১৮. সত্যকে মিথ্যা বলা হবে। ১৯. অপবাদ আরোপের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। ২০. বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও পরিবেশ উষ্ণ থাকবে। ২১. লোকেরা সন্তান লাভের পরিবর্তে সন্তান নেওয়াকে অপছন্দ করবে। অর্থাৎ সন্তান লাভের জন্য মানুষ যেভাবে দোয়া করে তার পরিবর্তে সন্তান না হওয়ার জন্য দোয়া করবে এবং বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করবে। যেমন,

আজকাল পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে ‘দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়।’ ২২. নীচ লোকেরা সম্পদশালী হবে এবং অত্যন্ত বিলাসী জীবনযাপন করবে। ২৩. ভদ্রলোকেরা নিগৃহীত হবে। ২৪. রাষ্ট্রপ্রধান, শাসকবর্গ ও মন্ত্রিপরিষদ এবং তাদের সমর্থক ও সহযোগীরা মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত হয়ে যাবে এবং সকাল-বিকেল মিথ্যা কথা বলবে। ২৫. আমানতদার ব্যক্তি খেয়ানত করবে। ২৬. নেতৃবর্গ জালেম ও অত্যাচারী হবে। ২৭. আলেম এবং কারি বদকার হবে। অর্থাৎ আলেম এবং পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতকারী লোকজনও বদকার ও ফাসেক হবে। ২৮. লোকেরা জীবজন্তুর চামড়া দ্বারা তৈরি উন্নতমানের পোশাক পরবে। ২৯. কিন্তু তাদের দিলগুলো মৃত জন্তুর চেয়ে বেশি দুর্গন্ধময় হবে। ৩০. এবং পাথরের চেয়ে বেশি কঠিন হবে। ৩১. স্বর্ণ সুলভ হবে। ৩২. রুপার মূল্য বেড়ে যাবে। ৩৩. গুনাহর পরিমাণ বেড়ে যাবে। ৩৪. জানমালের নিরাপত্তা কমে যাবে। ৩৫. কোরআন শরিফকে সজ্জিত করা হবে। ৩৬. মসজিদকে কারুকার্যময় করা হবে। ৩৭. উঁচু উঁচু সৌধ নির্মিত হবে। ৩৮. হৃদয়গুলো উজাড় হবে। ৩৯. ব্যাপকভাবে মদ পান করা হবে। ৪০. শরিয়তের দণ্ডবিধিকে অকার্যকর করা হবে। ৪১. দাসী স্বীয় মুনিবকে জন্ম

দিবে। অর্থাৎ মেয়ে মায়ের ওপর কর্তৃত্ব করবে এবং এরূপ ব্যবহার করবে, যেরূপ মুনিব দাসীর সঙ্গে ব্যবহার করে। ৪২. একসময় যারা খালি পায়ে ও উন্মুক্ত দেহে চলাফেরা করত, এরূপ নীচু শ্রেণির লোকেরা দেশের শাসক বনে যাবে। ৪৩. পুরুষ ও মহিলা যৌথভাবে ব্যবসা করবে। মহিলারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে। ৪৪. পুরুষরা মহিলাদের বেশভূষা ধারণ করবে। ৪৫. মহিলারা পুরুষদের বেশভূষা ধারণ করবে। দূর থেকে দেখে বোঝা যাবে না, এটা পুরুষ না মহিলা। ৪৬. গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা হবে। শপথ শুধু আল্লাহর নামে এবং কোরআনের ওপর বৈধ, অন্য কোনো কিছুর নামে শপথ করা হারাম। কিন্তু ফিতনার যুগে মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য জিনিসের নামেও শপথ করবে।

৪৭. মুসলমানরাও নির্দ্বিধায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত থাকবে। ৪৮. শুধু পরিচিত লোকদের সালাম দেওয়া হবে। অথচ রাসুল (সা.)-এর শিক্ষা হলো : তুমি যাকে চেন তাকেও সালাম কর এবং যাকে তুমি চেন না তাকেও সালাম কর (বুখারি, হাদিস : ১২)। বিশেষ করে পথ চলার সময় পথে কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাদের সকলকে সালাম করা উচিত। কিন্তু গমনাগমনকারী লোকদের

সংখ্যা অনেক বেশি হলে এবং সালামের কারণে নিজের কাজে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তখন সালাম না দেওয়ারও অবকাশ আছে। কিন্তু একটা সময় আসবে যখন গমনাগমনকারীদের সংখ্যা এক-দুজন হলেও সালাম দেওয়া হবে না; সালামের রেওয়াজ একবারেই উঠে যাবে। ৪৯. দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে দ্বিনী ইলম শিক্ষা দেওয়া হবে। শিক্ষা অর্জনকারীদের উদ্দেশ্য হবে এর মাধ্যমে আমাদের ডিগ্রি লাভ করা, চাকরি পাওয়া, পয়সা উপার্জন করা এবং সম্মান ও খ্যাতি অর্জিত হওয়া। ৫০. আখেরাতের কাজের দ্বারা দুনিয়া উপার্জন করা হবে। ৫১. জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সম্পদকে নিজের সম্পদ মনে করা হবে। ৫২. আমানতের মালকে লুটের মাল মনে করা হবে। ৫৩. জাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে। ৫৪. সমাজের সবচেয়ে নীচ ও নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে লোকেরা নিজেদের নেতা বানাবে। ৫৫. মানুষ নিজের পিতার অবাধ্যতা করবে। ৫৬. এবং মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে। ৫৭. বন্ধুদের ক্ষতি করতে দ্বিধা করবে না। ৫৮. স্ত্রীর আনুগত্য করবে। ৫৯. বদকার লোকেরা মসজিদে শোরগোল করবে। ৬০. গায়িকা মহিলাদের সম্মান করা হবে। অর্থাৎ যে মহিলারা গানবাজনার পেশায় থাকবে তাদের সম্মানের চোখে দেখা হবে। ৬১. বাদ্যযন্ত্র এবং বাজনার বিভিন্ন উপকরণকে বিশেষ যত্ন করা হবে। ৬২. মদের দোকান বেড়ে যাবে। ৬৩.

জুলুম-অত্যাচার করাকে গর্বের বিষয় মনে করা হবে। ৬৪. আদালতে ন্যায়বিচার বিক্রি হবে। অর্থাৎ বিচারপ্রার্থী ন্যায়ের ওপর হলেও পয়সা দিয়ে রায় নিজের পক্ষে নিতে হবে। ৬৫. পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ৬৬. পবিত্র কোরআন গানের সুরে তিলাওয়াত করা হবে। কোরআনকে বোঝার জন্য অথবা সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা দাওয়াতের উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত করা হবে না। ৬৭. হিংস্র পশুর চামড়া ব্যবহার করা হবে। ৬৮. উম্মতের শেষ যুগের লোকেরা প্রথম যুগের লোকদের ওপর বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করবে। তাদের সমালোচনা করবে এবং বলবে, তারা এই এই কথা ভুল বলেছে। আজকের যুগে দেখা যায়, উম্মতের শ্রেষ্ঠ জামাত সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে অনেকে বেয়াদবি করছে। যাঁদের মাধ্যমে আমরা দ্বিন পেয়েছি, তাঁদেরকে বেকুব, মূর্খ ও ধর্মান্ধ বলছে। ৬৯. হয়তো তোমাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে লালবর্ণের তুফান আসবে। ৭০. অথবা ভূমিকম্প আসবে। ৭১. অথবা লোকদের চেহারা বিকৃত হবে। ৭২. অথবা আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হবে। কিংবা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অন্য কোনো আজাব আসবে।

এসব আলামত নিয়ে একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে আমাদের সমাজে প্রতিটি আলামত বিদ্যমান এবং সমাজে বর্তমানে যে অশান্তি বিরাজ করছে তা মূলত ওপরে বর্ণিত বদআমলগুলোরই ফল। আর এ কারণেই আমাদের ওপর বিপদাপদের পাহাড় ভেঙে পড়ছে।

হজরত আলী (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, যখন আমার উম্মতের মাঝে বারোটি (কোনো কোনো বর্ণনায় পনেরোটি) কাজ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে তখন তাদের ওপর মসিবতের পাহাড় ভেঙে পড়বে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, কাজগুলো কী? উত্তরে রাসুল (সা.) বলেন :

১. যখন রাষ্ট্রীয় সম্পদকে লুটের মাল মনে করা হবে...। ২. যখন আমানতের মালকে লুটের মাল মনে করা হবে এবং তাতে খেয়ানত করবে। ৩. যখন লোকেরা জাকাতকে জরিমানা এবং ট্যাক্স মনে করবে। ৪. মানুষ স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং মায়ের অবাধ্যতা করবে অর্থাৎ মানুষ স্ত্রীকে খুশি করার জন্য মাকে অসন্তুষ্ট করবে। ৫. মানুষ বন্ধুর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে এবং বাবার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করবে অর্থাৎ বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করবে কিন্তু বাবার সঙ্গে রূঢ় ও কঠোর আচরণ করবে। ৬. মসজিদে শোরগোল হবে। ৭. সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও নীচ ব্যক্তিকে নেতা বানানো হবে। ৮. অনিষ্টের ভয়ে মানুষকে সম্মান করা হবে। ৯. ব্যাপকভাবে মদ পান

করা হবে। ১০. ব্যাপকভাবে রেশমি কাপড় পরিধান করা হবে। ১১. ঘরে নর্তকী ও গায়িকা রাখা হবে এবং বাদ্যযন্ত্র ও নাচ-গানের উপকরণকে যত্নসহকারে রাখা হবে। ১২. এ উম্মতের পরবর্তী লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের ওপর অভিসম্পাত করবে।

রাসুল (সা.) এ আলামতগুলো বর্ণনা করে বলেন, এ আলামতগুলো যখন মুসলিম সমাজে দেখা দিবে তখন মসিবতের পাহাড় ভেঙে পড়বে। এ আলামতগুলোর বেশির ভাগই আজ আমাদের সমাজে বিদ্যমান। আমাদের সমাজে এমন অনেক বিষয় আছে যা আমাদের জিম্মি করে ফেলেছে। নিম্নে সেগুলোর কয়েকটি তুলে ধলা হলো :

মাদক : বর্তমান যুগে সত্যিই মদকে মদ মনে করা হয় না। বিভিন্ন নাটক-সিনেমায় মদকে অত্যন্ত হালকা করে প্রদর্শন করা হয়। বাবা-ছেলে একসঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবে মদ খাচ্ছে, এমন চিত্র প্রদর্শন করা হয়। বিভিন্ন পার্টিতে এখন মদ রাখা স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে, সারা বছর মদ পান না করলেও কেউ কেউ বিভিন্ন দিবসে পার্টির নামে মদ পান করছে। প্রায় পত্রিকাগুলো খুললে রিপোর্ট পাওয়া যায়, আস্তে আস্তে নারীরাও মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে এই মহামারি থেকে হেফাজত করুন।

সুদ : সুদ তো আমাদের সমাজে এতটাই ব্যাপক হয়ে গেছে যে মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে—সুদবিহীন অর্থনীতি চিন্তাই করা যায় না। সুদ ব্যবস্থা বন্ধ করতে গেলে অর্থনীতিই ভেঙে পড়বে। অথচ পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল এবং সুদকে করেছেন হারাম। (সুরা বাকারা, আয়াত : ২৭৫)

ঘুষ : যখন আমার উম্মত ঘুষকে গিফট ও উপহার বলে হালাল করবে...। কেউ কেউ ঘুষকে বলেন, স্পিড মানি। আজকাল ঘুষদাতা গিফট দিলাম বলে ঘুষ দিচ্ছে এবং ঘুষ গ্রহণকারী গিফট বলেই তা গ্রহণ করছে অথচ এটি ঘুষ। যখন আমার উম্মত জাকাতের মালকে ব্যবসার মাল রূপে গণ্য করবে তখন উম্মতের ওপর ধ্বংস নেমে আসবে। এ চারটি বিষয় আলোচ্য হাদিসে রাসুল (সা.) উল্লেখ করেছেন। এগুলো আজ আমাদের সমাজে দেখা যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন।

লোকজন গাড়িতে আরোহণ করে মসজিদে আসবে

এক হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, ফিতনার যুগে লোকেরা 'মায়াসির'-এর ওপর আরোহণ করে আসবে এবং মসজিদের

দরজায় এসে নামবে। ‘মায়াসির’ আরবি শব্দ। মূল্যবান রেশমি কাপড়কে ‘মায়াসির’ বলা হয়। সে যুগে রাষ্ট্রীয় লোকেরা ঘোড়ার পিঠের গদির ওপর এটি ব্যবহার করত। আগের যুগে এটি কল্পনা করা কঠিন ছিল যে একজন মুসলমান মূল্যবান রেশমি কাপড়ে নির্মিত গদির ওপর আরোহণ করে কিভাবে মসজিদে আসবে? কিন্তু বর্তমানে নানা রকম মোটরগাড়ি আবিষ্কৃত হওয়ায় এটি বোঝা আমাদের জন্য সহজ হয়েছে। এখন লোকেরা দামিদামি গাড়িতে আরোহণ করে মসজিদের দরজায় এসে নামে।

অশ্লীল পোশাক পরা স্বাভাবিক বিষয় হবে

নারীরা পোশাক পরিহিত থাকবে অথচ এর পরও বস্ত্রহীন হবে। আগের যুগে এটি বোঝা অনেক কঠিন ছিল যে পোশাক পরা থেকেও কিভাবে বস্ত্রহীন হয়? কিন্তু আজকে আমরা এটি ঠিকই দেখছি; মেয়েরা এত পাতলা পোশাক পরিধান করে যে দেহের অঙ্গগুলো সবই বাইরে থেকে দেখা যায় কিংবা এত সংক্ষিপ্ত পোশাক পরিধান করে যে দেহের অনেক অঙ্গই উন্মুক্ত থাকে কিংবা পোশাক এতটা টাইট পরিধান করে যে দেহের অঙ্গগুলো ফুটে থাকে।

মহিলাদের চুল হবে উটের কুঁজের ন্যায়

মহিলাদের চুল হবে উটের কুঁজের ন্যায়। রাসুল (সা.) এ ধরনের নারীদের অভিশাপ করেছেন। আগের যুগের আলেমরা এ হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পেরেশান হতেন যে চুল আবার উটের কুঁজের ন্যায় কিভাবে হয়? কারণ উটের কুঁজ অনেক উঁচু হয়, চুল কিভাবে এত উঁচু হবে? কিন্তু কল্পনাতীত অনেক বিষয়কে আজকের যুগ বাস্তব করে দেখিয়েছে। আজকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মেয়েরা চুলকে ফুঁলিয়ে উঁচু করে বাঁধে।

অপরাপর সম্প্রদায় মুসলমানদের গ্রাস করবে

সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, খাদ্য গ্রহণকারীরা যেভাবে খাবারের পাত্রের চতুর্দিকে একত্র হয়, অচিরেই বিজাতিরা তোমাদের বিরুদ্ধে সেভাবেই একত্র হবে। এক ব্যক্তি বললেন, সেদিন আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি এরূপ হবে? তিনি বললেন, তোমরা বরং সেদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে; কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মতো। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের আতঙ্ক দূর করে দিবেন, তিনি তোমাদের অন্তরে ভীরুতা

ভরে দিবেন। এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! ‘আল-ওয়াহ্ন’ কি? তিনি বললেন, দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪২৯৭) বর্তমান পৃথিবীর চিত্র তেমনটাই মনে হচ্ছে।

ফিতনার যুগে মুসলমানের করণীয়

প্রিয় পাঠক! আমরা এখন হয়তো সেই যুগেই পদার্পণ করছি। কোথাও কোনো শান্তি নেই। সবাই পাপের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। অনিয়মই হয়ে যাচ্ছে নিয়ম। ধর্মভীরুতা হয়ে যাচ্ছে আনস্মার্টনেস। কঠিন কবিরা গুনাহের কাজগুলো হয়ে যাচ্ছে প্রগতিশীলতা। সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি, গিবত সবই এখন আমাদের নিত্যদিনের কাজ। এখন আর আমরা গুনাহকে গুনাহ মনে করতেই রাজি নই। (নাউজুবিল্লাহ)। আল্লাহর নাফরমানি করাই হয়ে উঠছে ফ্যাশন। যার কারণ বিশ্বব্যাপী নেমে এসেছে বিপর্যয়। এই বিপর্যয় থেকে বাঁচতে আমাদের আবারও ফিরে যেতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর দেখানো পথে।

এখন আর আমাদের অন্যের দোষ তালাশ করার সময় নেই। এখন উচিত নিজেদের সংশোধন করা। গুনাহ থেকে বিরত থাকা। সর্বদা আল্লাহর দরবারে তাওবা-ইসতেগফার করা। সকল ফিতনা থেকে বেঁচে থাকতে মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা। ফিতনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রিয় নবী (সা.) স্বীয় উম্মতদের এমন একটি দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন, উচ্চারণ : 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল ফিতানি, মা জহারা মিনহা ওয়া মা বাতানা।' অর্থ : 'হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল ফিতনা থেকে পরিত্রাণ চাই।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২৭৭৮)

ফিতনা থেকে বাঁচতে আমাদের করণীয় হলো, চোখের গুনাহ, অশ্লীলতা ও উলঙ্গপনা, অন্যকে কষ্ট দেওয়া, অন্যের হক নষ্ট করা, সুদ ও ঘুষের গুনাহ থেকে নিজেকে যথাসাধ্য বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। এ ধরনের অপরাধের ব্যাপারে সর্বদা নিজ পরিবার-পরিজন ও বন্ধু মহলকে সতর্ক করতে হবে।

ফিতনার যুগ : ফিতনা থেকে বাঁচব কীভাবে?

আমরা অনেক সময় বলি, বর্তমান যুগটি ফিতনার যুগ। কথাটা অবাস্তব নয়। ফিতনা যদিও সব যুগেই ছিল, কিন্তু নবী-যুগ থেকে দূরত্ব যত বাড়ছে ফিতনার অন্ধকারও ততই বাড়ছে। তাছাড়া বর্তমান যুগের ফিতনাসমূহের মুখোমুখীও যেহেতু তারাই হচ্ছি, যারা এ যুগের মানুষ; তাই স্বভাবতই সমকালীন ফিতনাসমূহই আমাদের মন-মস্তিষ্কে বেশি রেখাপাত করছে। ফিতনা কম হোক বা বেশি, সব যুগেই তা ছিল। কিয়ামতের আগে আরো যে কত ভয়াবহ ফিতনা প্রকাশিত হবে- তা হাদীস শরীফের মনোযোগী পাঠকের নিশ্চয়ই অজানা নয়। কাজেই ফিতনা ও তার বিস্তারে সন্ত্রস্ত না হয়ে প্রতিটি ফিতনাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারা এবং তা থেকে বাঁচার সঠিক পথটি বুঝে নিতে পারাই হচ্ছে প্রথম কাজ। এ হলে ফিতনা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়।

উম্মতে মুসলিমার প্রতি আল্লাহ তাআলার অতি বড় দয়া যে, ফিতনা-ফাসাদের যুগেও সিরাতে মুসতাকীম কোনটি তা জানার ও বোঝার উপায় আছে। আল্লাহ তাআলা কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী শিক্ষাকে নিখুঁতভাবে সংরক্ষণ করেছেন, যার দ্বারা হক-বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। যত রকমের ফিতনাই প্রকাশিত হোক- কুরআন-সুন্নাহয় আছে ঐ ফিতনার স্বরূপ ও তা থেকে মুক্তির যথার্থ

পথনির্দেশ। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কুরআন-সুন্নাহ থেকে মুক্তি ও সাফল্যের পথ পেতে হলে কুরআন-সুন্নাহ্র নির্দেশনার প্রতি আস্থা ও সমর্পন থাকতে হবে। মন-মস্তিষ্ককে উন্মুক্ত করতে হবে এবং সত্যিকারের মুখাপেক্ষিতা নিয়ে কুরআন-সুন্নাহ্র শরণাপন্ন হতে হবে। এ হলে আল্লাহ্র তাওফীকে সত্যকে বোঝা কঠিন হয় না। কঠিন সাধারণত তখনই হয় যখন এই সকল শর্ত পূরণে ব্যর্থতার পরিচয় দেওয়া হয়।

এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ অর্থ-বিত্ত, ক্ষমতা-প্রতিপত্তি কিংবা জাগতিক বিদ্যা-বুদ্ধিজনিত অহংবোধ। এই অহংবোধের প্রকাশ কখনো কখনো দ্বীনী রুচি ও পন্থা-পদ্ধতির ক্ষেত্রেও ঘটে। দ্বীনী ইলমের ধারক-বাহকদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে তো ঘটেই। অথচ একথা যেমন স্পষ্ট যে, কুরআন-সুন্নাহ্ই হচ্ছে দ্বীনের বিশ্বাস, রুচি ও বিধি-বিধানের উৎস তেমনি এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, কুরআন-সুন্নাহ্র সঠিক ও যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে হবে আলিমদের নিকট থেকেই। কাজেই হক্কানী উলামা-সমাজের প্রতি অনাস্থা-অবজ্ঞার মনোভাব কুরআন-সুন্নাহ্র যথার্থ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার অনেক বড় কারণ।

এখানে যে বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে, আলেম হওয়া মানে ফেরেশতা হওয়া নয়, মাসুম হওয়াও নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বাভাবিক দ্বীনী প্রজ্ঞার অভাবে দু'ধরনের প্রান্তিক মনোভাবই লক্ষ্য করা যায় : মুসলিমসমাজে ক্ষেত্রবিশেষে অতিভক্তি প্রবণতার যেমন অভাব নেই তেমনি ঢালাও অভিযোগ ও অবাস্তব সমীকরণেরও যেন কোনো শেষ নেই। জাগতিক ক্ষেত্রে অবশ্য এ ধরনের ঢালাও অভিযোগের প্রবণতা কম দেখা যায়। সব শ্রেণি-পেশার লোকদের মধ্যেই ভালো-মন্দ উভয় শ্রেণির লোক থাকলেও সেখানে কিন্তু আমরা ভালো ও যোগ্য লোকটিকে ঠিকই খুঁজে নিই। অন্তত খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করি; বরং খোঁজাখুঁজিটাকে জীবনযাত্রার সাধারণ নিয়মই মনে করি। কিন্তু ধর্মীয় ক্ষেত্রে যেন রাজ্যের অবসাদ এসে ভর করে। আর তাই খোঁজাখুঁজির কষ্টটুকু স্বীকার করার পরিবর্তে ঢালাও অভিযোগ দায়ের করে দায়মুক্ত হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। এভাবে দুনিয়াতে বিবেকের দংশন থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া গেলেও আখিরাতে আল্লাহ তাআলার প্রশ্ন থেকে বাঁচা যাবে না।

ধর্মীয় ক্ষেত্রেও যোগ্য ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বের সন্ধান অপরিহার্য। এখানে বিচার-বিবেচনাহীন অন্ধভক্তি যেমন ক্ষতিকর তেমনি ঢালাও অভিযোগ-প্রবণতাও। দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, বর্তমান

মুসলিমসমাজে উভয় শ্রেণির ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। নানামুখী ফিতনার প্রসার ও বিস্তারের এটাও অন্যতম প্রধান কারণ।

এই ফিতনা-গ্রস্ততা থেকে মুক্তির জন্য দ্বীনী ইলমের পঠন-পাঠনে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের যেমন কিছু করণীয় আছে তেমনি আছে সাধারণ মুসলিম, যারা আলিমদের নিকট থেকে দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ করছেন তাদেরও। সাধারণ মুসলিম জনগণের কর্তব্য হচ্ছে, অহং ও শৈথিল্য উভয় প্রকারের মনোভাব ত্যাগ করে সঠিক দ্বীনী ইলমের অন্বেষণ ও অনুসরণে কৃতসংকল্প হওয়া এবং দ্বীনী ইলমে পারদর্শী মুত্তাকী ব্যক্তিত্বের সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া। হক্কানী উলামায়ে কেরামের সাহচর্যের মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহর সঠিক ইলম অর্জন করে সে অনুযায়ী জীবন ও কর্মকে সজ্জিত করার চেষ্টা করা।

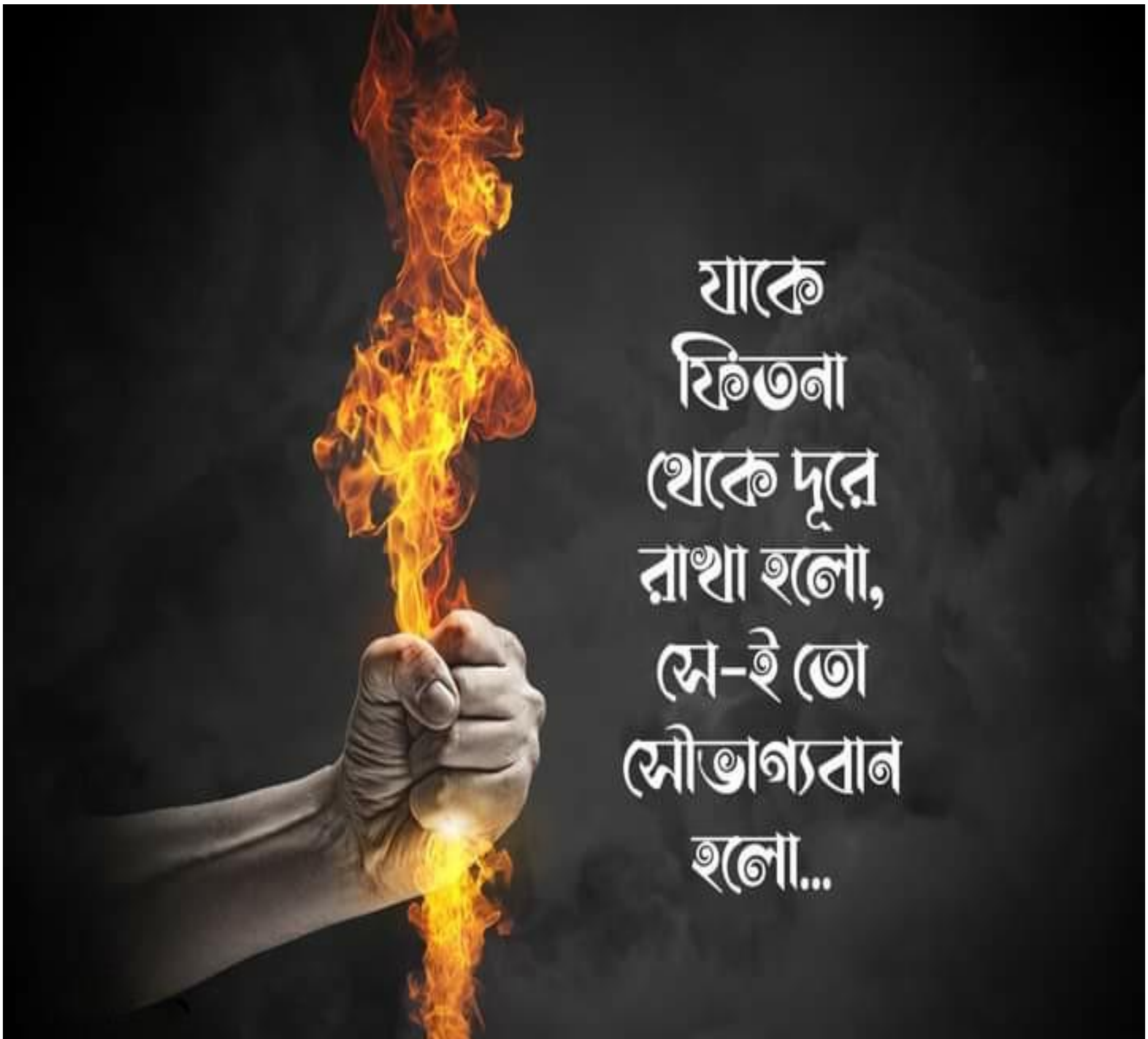
অন্যদিকে দ্বীনী শিক্ষার পঠন-পাঠনে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কর্তব্য হবে বক্তব্য ও লেখালেখির পাশাপাশি বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধি-বিধান পালনে আরো বেশি সচেতন হওয়া। অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থানে সন্তুষ্ট না থেকে একজন দাঈর যে পর্যায়ের ভালো অবস্থানে থাকা কাম্য ঐ অবস্থানের দৃষ্টান্ত আরো বেশি স্থাপনে সচেষ্ট হওয়া। নিঃসন্দেহে এই অবক্ষয়ের যুগেও দ্বীনের তালীম ও দাওয়াতের সাথে যারা জড়িত সামগ্রিক বিচারে তাদের অবস্থা অন্যদের চেয়ে উন্নত। কিন্তু এই ‘অপেক্ষাকৃত উন্নত’ অবস্থায় সীমাবদ্ধ না থেকে সীরাতুন

নবী ও সীরাতে সাহাবার মানদণ্ডে নিজেদের স্বভাব-চরিত্রকে বিচার করা। ইসলামী শরীয়তে যা কিছু গর্হিত ও বর্জনীয় তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকা।

কে না জানেন যে, খাস-আম সকল মুসলিমের যাঁরা আদর্শ সেই আম্বিয়ায়ে কেরাম, বিশেষত শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, করণীয়-বর্জনীয় উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা ছিলেন উম্মতের আদর্শ। যে আদর্শ তারা নিয়ে এসেছিলেন সেই আদর্শের শ্রেষ্ঠ ও প্রথম অনুসারী ছিলেন তাঁরাই। দাওয়াতের উপায় ও পন্থা নির্ধারণেও তাঁরাই আমাদের আদর্শ। তাদের অনুসরণের মধ্যেই আমাদের সাফল্য, দাওয়াতের সাফল্য। তাঁদের এই আদর্শ থেকে বিচ্যুতি শুধু দাঈর জন্যই আত্মঘাতী নয়, ইসলামী দাওয়াতের জন্যেও ক্ষতির কারণ। একইসাথে সর্বস্তরের জনগণের পক্ষে দাওয়াতকে তার প্রকৃতরূপে গ্রহণের পথেও বড় অন্তরায়। তাছাড়া ইসলামী দাওয়াতের বিপক্ষ শক্তির জন্যে ঢালাও অভিযোগ ও অন্যায় প্রচারণারও অনেক বড় ছুতা।

বর্তমান ফিতনার যুগে ইসলামের সঠিক শিক্ষার উপরে থাকতে হলে এবং ইসলামের সঠিক শিক্ষা সর্বস্তরের জনগণের সামনে স্পষ্ট ও বাধাহীনভাবে উপস্থাপন করতে হলে ইলমী-আমলী উভয় ক্ষেত্রে

অগ্রসরতা ও অবিচলতার কোনো বিকল্প নেই। এককথায় দাঈ-মাদউ উভয় শ্রেণির মাঝে ইলম ও তাকওয়ার ব্যাপক চর্চাই হচ্ছে ফিতনার যুগে ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার প্রধান উপায়।আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।



اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّد